ফাদার ইয়াং- এর জীবন বেশ সংগ্রামমুখর ছিলো। তাঁর বাবা ডানিয়েল নিউইয়র্কের অবার্ন শহরে একটি কারখানার কর্মী ছিলেন। কারখানার চাকুরী লাভের পর তিনি মেরী জিনিংসকে বিয়ে করেছিলেন। সুন্দর সুখী একটি পরিবার গড়ে তোলার আশায় তাঁরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতেন। তাঁদের তিনটি সন্তান ছিল এবং চার্লস ছিলেন তিন সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চতুর্থ সন্তান হবার সময় তাঁর মা মারা যান। এসময় তাঁর বাবার জীবনে নেমে আসে এক চরম দুঃসময়। চার্লস হলেন মাতৃহারা। কারখানার কাজ ও সন্তানদের দেখাশুনা করা তাঁর বাবার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। তাই তাঁর বাবা উপায়হীন হয়ে সন্তানদের অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন। সেই থেকে শুরু হয় তাঁর জীবন সংগ্রাম। তাঁর বাবা ডানিয়েল অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তানদের অনাথ আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি তাঁর হাই স্কুলের শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি নিউইয়র্কের সিরাকিউজ এ আবস্থিত দ্য মোস্ট হলি রোজারি হাই স্কুলে ভর্তি হন। ইম্মাকুলেট হার্ট এব মেরি সংঘের সিস্টারগণ এই স্কুলটি পরিচালনা করতেন। সেখানকার ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার মেহন খুবই দয়ালু ছিলেন। তিনি চার্লসকে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে মিশনারী হয়ে সেবাকাজ করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।
১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পবিত্র ক্রুশ সেমিনারীতে যোগদান করেন। এই সেমিনারীটি ছিল আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর সব ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। তিনি আর্মি চ্যাপলেইন-এর কাজ করতেন। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিজীবনের শৃংখলাবোধ অর্জন করেছিলেন। এই ক্যাম্পাসেই তিনি তাঁর নভিশিয়েট করেছিলেন এবং ১৯২৫ সালের ২ জুলাই দরিদ্রতা, বাধ্যতা, কৌমার্য ও মিশনারী হবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেবার মহান ব্রত নিয়ে একজন মিশনারী যাজক হিসেবে তিনি এদেশে এসেছিলেন।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ নভেম্বর তিনি দুর্ঘটনা কবলিত হন ঢাকার পুরাতন প্রেস ক্লাবের সামনে। সেখান থেকে তাঁকে হলি ফ্যামিলি ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ঘটনাস্থলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, অনেক চেষ্টা করেও তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায়নি। সেদিন রাতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি কিন্তু সারাজীবনই ইয়ং ছিলেন। নভেম্বরের ১৬ তারিখ তাঁকে তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সমাহিত করা হয়। আজও তিনি সেখানে ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু বেঁচে শত শত মানুষের অন্তরে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, সম্মান ভালবাসা ও স্মৃতিতে জেগে আছেন নিরন্তর।

খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেতনার অংকুর ও শেকড়ের সন্ধানে:

পরিণত বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে খুব কম সময়ই আমরা গাছের শিকড়ের কথা ভাবি। কিংবা গাছের সুন্দর সুন্দর ফুল, ফল বা পাতা দেখে শিকড়ের ভুমিকাও গুরুত্ব সহকারে ভাবি না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী উন্নত মানুষ মাত্রই শিকড় সন্ধানী। তাই খ্রীষ্টান ঋণদান সমিতির আদি শিকড় ফাদার চার্লস ইয়াং সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তাঁর জীবনকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমরা আদি চেতনার সাথে গ্রথিত ও প্রোথিত থাকতে চাই।

বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন বঙ্গের খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস প্রায় ৪৩৮ বছরের। বাংলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। নানা বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তার এ অগ্রযাত্রা। এ বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ পালন করেছে তার ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উৎসব। এই ১২৫তম বর্ষ পালন করতে গিয়ে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য ও এর অগ্রগতির জন্য পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান অনেক। বঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘ তাঁর সেবাকাজ শুরু করেছে ১৮৫৩ সাল থেকে। অর্থাৎ ১৬০ বছর ধরে পবিত্র ক্রুশ সংঘ বাংলাদেশে তাদের পালকীয় সেবা কাজ করে যাচ্ছে। আজ মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রসঙ্গটি খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। কারণ ফাদার চার্লস ইয়াং, সিএসসি, ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন নিবেদিত যাজক। তাঁর এই কাজে যিনি পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিকভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তিনি